R. N. No 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭১শ বর্ষ.
১৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯১ সাল
৮ই আগষ্ট, ১৯৮৪ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪৲

'জেলা শাসক বিতর্কে' জেলার সি পি এম নেতারা বিব্রত

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : মুরশিদাবাদের জেলা শাসক প্রদীপ ভট্টাচার্য্যকে নিয়ে চারিদিকে যে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তাতে জেলার সি পি এম নেতারা বিব্রত বোধ করছেন। দলের একটি বিশেষ সূত্র থেকে জানা গেছে, লোকসভা নির্বাচনের আগে শ্রীভট্টাচার্য্যকে অন্যত্র বদলী করারও কোন প্রস্তাব নেই। কোনো কোনো বিষয় নিয়ে দলের সঙ্গে জেলা শাসকের মতান্তর ঘটলেও তা বিরাট কিছু নয়। এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তাঁরা পার্টির তরফে রাজ্য কমিটির কাছে পাঠাবেন বলেও ঠিক হয়েছে। দলের এক নেতার মতে, জেলা শাসকের স্বপক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ বা ব্যক্তি বিশেষের প্রচারপত্র বিলি একটি বিশেষ গোষ্ঠির 'আগ বাড়িয়ে মোড়ল সাজা'র চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। কারণ, ওই নেতার মতে, প্রদীপবাবুর সততা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা সম্পর্কে সকলেই ওয়াকিবহাল। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার কড়া সিদ্ধান্ত পরিস্থিতিকে জটিল করেছে। এদিকে সি পি এমের এইসব বক্তব্য সত্বেও জেলা শাসককে নিয়ে বিতর্কের বিন্দুমাত্র অবসান ঘটেনি। রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান সরোজ মুখার্জির মন্তব্য থেকেই এই বিতর্কের সূচনা। গত কয়দিনে বহরমপুর শহর এই বিতর্কে রীতিমত সরগরম। কালেকটরীর সর্ব্বত্র একই আলোচনা। তার মধ্যেও ডি এম যথারীতিই অফিসে আসছেন এবং কাজকর্ম করছেন। আমাদের একজন সংবাদদাতা জেলা শাসক প্রদীপ ভট্টাচার্য্যকে নিয়ে বিতর্কের যে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে বলা হয়েছে এই বিতর্কের শুরু ব্লক অফিসগুলিতে মিনিকীট সম্পর্কে প্রেরিত শ্রী ভট্টাচার্য্যের একটি নির্দ্দেশ নিয়ে। সেপ্টেম্বর মাসে জেলায় কাজে যোগ দেওয়ার পর পরই নভেম্বরে এই নির্দ্দেশটি জারী করা হয়। এরপরই ১ ডিসেম্বর রাণীনগর-২ ব্লকের বি ডি ও এবং এ ই ও লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় সি পি এমের এক পঞ্চায়েত সভাপতিসহ ২ নেতা গ্রেপ্তার হন প্রদীপবাবুর নির্দ্দেশেই। পরবর্ত্তীতে ঘটে ইসলামপুরে গুলি চালনার ঘটনা। ওই গুলি চালনায় ৩ ব্যক্তি নিহত হন। আদালতের নির্দ্দেশে সরকারী জমিতে মসজিদ নির্মাণ রুখতে গিয়ে একদল পুলিশ অফিসার আক্রান্ত হলে জেলা শাসক ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং গুলি চালানোর নির্দ্দেশ দেন। ইসলামপুরের এই ঘটনা সি পি এমকে রাজনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এরফলে সি পি এম জেলা শাসকের গৃহীত ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও জেলা শাসকের সঙ্গে ওই দলের কোনো বড়রকমের মনান্তর কখনও ঘটেনি মূলতঃ জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্মল মুখার্জির মধ্যস্থতায়। উভয়ের মধ্যেকার বোঝাপড়ার ফলেই জেলায় গ্রামীণ উন্নয়নে ঋণদান কর্মসূচীকে সফল করতে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হয়। একাধিক শিবিরে জেলা শাসক নিজে উপস্থিত থাকলেও কোথাও কখনও কোনো ভাষণ দেননি। বরং শিবিরগুলিতে সভাধিপতি, সহ সভাধিপতি এবং পঞ্চায়েতের যে সমস্ত নেতা ভাষণ দিয়েছেন তারাও সকলে জেলা শাসকের কাজের ভূয়সী (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাত্তার, সিংহ, হকের প্রার্থী হতে বাধা

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : মুরশিদাবাদ জেলায় কংগ্রেসের দুই বিশিষ্ট নেতা আব্দুস সাত্তার ও অতীশ সিংহকে লোকসভা নির্বাচনে দলের পক্ষ থেকে মনোনয়ন দেওয়া হবে না। মনোনয়ন পাবেন না লুৎফল হকও। এরা ৩ জনেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য। এই কারণেই লোকসভায় তাঁরা প্রার্থী হতে পারবেন না। কংগ্রেস হাইকমাণ্ড এ ব্যাপারে একটি পরিষ্কার নির্দ্দেশনামায় এম এল এ-দের লোকসভায় প্রার্থী হওয়ার উপর কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন। ওই নির্দ্দেশে বলা হয়েছে বিধানসভায় উপ নির্বাচনের ঝুঁকি পরিহার করতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

গৌতম তদন্ত রিপোর্ট বলতে মানা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের সাব-ডিভিসনাল কন্ট্রোলার (ফুড) গৌতম চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্তের ফলাফল জানাতে এস ডি ও পি এস কাথিরেশন অস্বীকার করেছেন। তিনি জানান, ডি এম প্রদীপ ভট্টাচার্য্যের নির্দ্দেশে তিনি শ্রীচৌধুরীর দপ্তরে গিয়ে কাগজপত্র দেখেছেন। এ সম্পর্কে রিপোর্টও পাঠানো হয়েছে। তবে রিপোর্টে কি আছে তা বলা যাবে না, নিষেধ আছে। এদিকে দুটি সরকারী কর্মচারী ইউনিয়নের (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ডাক্তারের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, ধুলিয়ানে সোরগোল

নিজস্ব সংবাদদাতা : অনুপনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার সামসুদ্দিন আহমেদের বিরুদ্ধে বিধবা মহিলাকে ধর্ষণের গুরুতর অভিযোগ নিয়ে ধুলিয়ানে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জঙ্গিপুর আদালত এ সম্পর্কে শ্রীআহমেদের বিরুদ্ধে ৩৭৬ ধারাবলে ধর্ষণের মামলা রুজু করতে সামসেরগঞ্জ থানার অফিসার-ইন-চার্জ্জকে নির্দ্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। ভারতীয় ফৌজদারী আইনের ১৫৬ (৩) উপধারা অনুযায়ী আদালত এই আদেশ দিয়েছেন গত ২৩ জুলাই। ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছে আগের দিন রাত্রি ৯টা নাগাদ। ধর্ষিতা লালপুর গ্রামের ওই মহিলাটির অভিযোগ, ২২ জুলাই রবিবার তিনি তলপেটে ব্যথা অনুভব করলে শ্রীআমেদের কাছে যান চিকিৎসা জন্য। এই সময় তাকে নাকি ২টি ট্যাবলেট খাইয়ে সংগাহীন করে দেওয়া হয়। পরে তার জ্ঞান ফিরলে মহিলাটি তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে বুঝতে পারেন। মহিলাটি এ ঘটনা গ্রামের সকলকে জানালে এ নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যায়। জয়েন্ট কাউন্সিল অব হেলথ ও আর এস পি দলের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে এ সম্পর্কে তদন্তের দাবী জানানো হয়েছে। তাঁরা অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেও অনুরোধ জানিয়েছেন।

১১ ক্লাস চালু হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : অবশেষে রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় একাদশ শ্রেণী খোলার জন্য অনুমোদন পেয়েছে। ছাত্রীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ওই শ্রেণীতে আপাততঃ কলা বিষয়গুলিই পড়ানো হবে। সোমবার থেকে সেখানে ভর্তি শুরু হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। যথা নিয়মেই পরবর্ত্তী বছরে দ্বাদশ শ্রেণীও চালু হবে। এই অনুমোদনের ফলে এই শহরে দীর্ঘ দিনের একটি চাহিদা পূরণ হবে।

ফরাক্কায় দুর্ঘটনা, মৃত্যু-১

নিজস্ব সংবাদদাতা : শনিবার ফরাক্কায় প্রধান ব্যারেজের ২৫ এ গেটের টাওয়ারে একটি লক গেট মোটরের স্পীড পরীক্ষার সময় এক দুর্ঘটনায় শ্যামল চৌধুরী (২৯ (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

৭৪ কিমি সাঁতার ২৩ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব সংবাদদাতা : এশিয়ার দীর্ঘতম ৭৪ কিমি সাঁতার প্রতিযোগিতা আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। এটি ৪১তম প্রতিযোগিতা। ওই দিনই ১৯ কিমি দূরত্বের আর একটি প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হবে। ৩০ আগষ্টের মধ্যে প্রতিযোগীদের নাম পাঠাতে বলা হয়েছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯১ সাল।

।। অমানবিক ।।

সম্প্রতি মালদহ জেলার রতুয়া গ্রামের কাছে চাঁচোল-গাজোল বেসরকারী এক্সপ্রেস বাসটি যেভাবে দুর্ঘটনায় পতিত হয়, তাহা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। যানবাহনের দুর্ঘটনা এড়ান যায় না। ইহা কখনও মনুষ্যকৃত, কখনও যান্ত্রিক ত্রুটিজনিত। একটি গাড়ীর সহিত আর এক গাড়ীর সংঘর্ষ অবশ্যই মনুষ্যকৃত। কিন্তু চলন্ত গাড়ীর ষ্টিয়ারিং অচল হওয়া বা টায়ার ফাটিয়া কিংবা চাকা খুলিয়া গাড়ী উলটাইয়া যাওয়ার ব্যাপারে কাহারও হাত নাই। ইহা নিয়তিরই নিষ্ঠুর পরিহাস বলিতে হইবে। আলোচ্য অভিশপ্ত বাসটির চলন্ত অবস্থায় টায়ার ফাটিয়া যায় এবং দ্রুতগতির জন্য উহা পিছলাইয়া রাস্তার নীচে সংযু নদীর প্লাবনের ১৫ ফুট জলে পড়িয়া যায়। বাসস্থিত যাত্রীদের অবস্থা কল্পনা করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

মানবিক কারণেই দুর্ঘটনায় পতিত মানুষদের উদ্ধারের জন্য সকলেই ছুটিয়া যান। ট্রেন, বাস, নৌকা—যাহাই হউক দুর্ঘটনায় পড়িলে সরকারী, বেসরকারী —সর্বপ্রকার উদ্ধারকার্য ও সহায়তা প্রদান চলিতে থাকে। ইহাই নিয়ম। লিখিত নিয়ম নহে; ইহা অন্তরের তাগিদে, বিবেকের প্রেরণায়, সৎবুদ্ধির তাড়নায় চলিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব আছে, তখন সেই দেবত্বের প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। এই কারণেই মানুষে ও পশুতে প্রভেদ। দয়া, স্নেহ ও মমত্ববোধে মানুষ হয় দেবোপম। আবার এক শ্রেণীর মানুষ সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। অসহায় ও দুর্গতদের উদ্ধারের নামে চালাইয়া থাকে নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার ক্রিয়াকলাপ। মানুষের দুর্গতির সুযোগ লইয়া তাহাদের যথাসর্বস্ব কাড়িয়া বা হাতাইয়া লওয়ার পৈশাচিক লালসায় উন্মত্ত হইয়া উঠে এই শ্রেণীর লোক।

চাঁচোল-গাজোল বাসটির দুর্ঘটনায় এই শ্রেণীর নরপিশাচদের লালসা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বাঁচিয়া যাওয়া কিছু যাত্রী। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহাদের প্রদত্ত বিবরণ হইতে এই পৈশাচিক তাণ্ডবের কথা সকলে জানিয়াছেন। দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই নিকটবর্তী স্থান হইতে দুষ্কৃতকারীরা জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং অবাধ লুঠতরাজ চালাইতে থাকে। ব্যাগ, বাক্স টানাটানি হইল। যাত্রীদের বাস হইতে বাহির করা দূরে থাকুক, তৎপরিবর্ত্তে মহিলাযাত্রীদের গহনাপত্র, পুরুষদের ঘড়ি, টাকাপয়সা যাহা কিছু পাওয়া যায়, কাড়াকাড়ির বিপুল প্রয়াসে শয়তানেরা মাতিয়া উঠিল। স্থানীয় ক্যাম্প হইতে কিছু সাদা পোশাকের পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়া দুষ্কৃতকারীদের বাধা দিলে তাঁহাদের ভাগ্যে জুটিল লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ। হতভাগ্য বাসযাত্রীরা বাহির হইতে না পারিয়া জলেই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হন। লালসাবহ্নিতে এক চরম আহুতি। স্থলভাগের দুর্ঘটনায় মানুষ বাঁচিবার জন্য লড়াই করিবার সুযোগ পান। কিন্তু একে বাস জলমগ্ন, তাহার উপর উদ্ধারকারী নামধারীরা জিনিসপত্র বাগাইবার ধান্দায় লিপ্ত; উদ্ধার পাইবার সুযোগ কোথায়?

সভ্যতার গর্বান্ধ মানুষ আরণ্যক মানুষদের অসভ্য আখ্যা দেয়। কিন্তু আজিকার সভ্যসমাজে এই প্রকার আচরণ বর্বরযুগের মানুষকে লজ্জা দিবে। বর্বরেরা বিপন্নদের রক্ষা করিত, আধুনিক আমরা বিপন্নদের মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিতেছি। অপরাপর সভ্য দেশ, বোধ করি, এই প্রবৃত্তি দেখিয়া লজ্জাবোধই করিবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

মহকুমা শাসকের উদ্দেশ্যে

জঙ্গিপুর মহকুমার কয়লা ব্যবসায়ীগণ কয়লার যে ঢালাও কালোবাজারী চালাচ্ছেন সে সম্পর্কে কি আপনি অবগত নন? আর অবগত যদি থাকেনই তবে এ ব্যাপারে কেন হস্তক্ষেপ করছেন না? সরকারী দর যেখানে ২০ কেজি ৭-৭৫ পয়সা সেখানে আমাদের ৪০ কেজি কয়লা ২৮ টাকা দরে কিনতে হচ্ছে। গত ১৭ জুলাই স্থানীয় এক কয়লা ডিলারের কাছে কয়লা নিতে গিয়ে দেখলাম রেট বোর্ডে লেখা আছে ২০ কেজি ৭-৭৫ পয়সা। ঐ ব্যবসায়ী বললেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নাকি পরিবার প্রতি ২০ কেজি কয়লা দেবার অনুমতি দিয়েছেন। তাই যদি হয় তবে তিনি কি করে কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য ক'রে পরিবার প্রতি চার-পাঁচ মন কয়লা দিতে পারেন? আমি যখন উক্ত ব্যবসায়ীকে বললাম, আপনি যখন ২৮.০০ টাকা দরে কয়লা বিক্রী করছেন তখন আপনাকে ২৮ টাকা দরেরই ক্যাশমেমো দিতে হবে, তখন তিনি আমাকে বললেন, 'আমি ঐ দরে মেমো কাটতে পারবো না'। মেমোর জন্য পীড়াপীড়ি করাতে উনি শেষ পর্যন্ত বললেন, 'আপনাকে মেমো দিতে পারি, কিন্তু কার্ড আনতে হবে'। কিন্তু দেখলাম কয়লার জন্য ঐ ব্যবসায়ী আমি ছাড়া আর কোন ক্রেতাকে কার্ড আনতে বলেননি। কার্ড নিয়ে আসার পর উনি আমাকে ২০ কেজি কয়লা দিলেন, যেখানে বিনা কার্ডে জনপ্রতি চার-পাঁচ মণ কয়লা দেওয়া হচ্ছে এবং যে কয়লা উনি একটি নির্দ্দিষ্ট জায়গা থেকে আমাকে দিলেন তা কয়লা নয়, সবই গুঁড়া। উক্ত কারণে আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আপনি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন যাতে সরকারী দরে, সরকারী পরিমাপে, কার্ড ও ক্যাশমেমো ছাড়া যেন কোন ব্যবসায়ী কয়লা বিক্রী না করেন। এতে জনসাধারণের মধ্যে কয়লার একটা সুষ্ঠু বণ্টন-ব্যবস্থা হবে ও কৃত্রিম অভাবও সৃষ্টি হবে না।

গোলাম মহম্মদ, রঘুনাথগঞ্জ

ফেরীঘাটে মাঝিদের জুলুম

আমি জঙ্গিপুর পুরসভার ৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। সম্প্রতি আমি বেলা ৩টার সময় সাইকেল নিয়ে জঙ্গিপুর সদরঘাটে পার হওয়ার জন্য যাচ্ছিলাম। আমরা ফেরি নৌকোয় চাপার জন্য চেষ্টা করতেই, মাঝি বলল 'যাত্রি তুলব না, মাল তুলব'। ওই মাঝির নৌকোটি লাইনে ছিল। তারপরের নৌকা ঘাটে বাঁধা ছিলনা এবং মাঝিও ছিল না। উক্ত মাঝি ঘাট সংলগ্ন দোকানে বসেছিল। তখন আমরা লাইনে রাখা নৌকোতে উঠতে চেষ্টা করি। উঠবার চেষ্টা করা মাত্র সংশ্লিষ্ট মাঝি আমার সাইকেল গঙ্গার জলে ঠেলে ফেলে দেয়। অন্য যাত্রীরা এই ঘটনার প্রতিবাদ জানালে তারা আমাদের গালিগালাজ করে এবং মারমুখি হয়ে ওঠে। একটু দিন খারাপ থাকলে মাঝিরা রিজার্ভ ভাড়া এক টাকার স্থলে দেড় টাকা চায়। যাত্রীর ভাড়া ৫ পয়সার স্থলে ১০ পয়সা চায়। না দিলে নৌকোয় চাপতে দেয় না। এ ঘটনা চলছে দিনের পর দিন। পুরসভা, পুলিশ সকলেই কিন্তু নীরব।

স্বাধীন কুমার দত্ত, জঙ্গিপুর

পানে ও আপ্যায়নে

চা ঘরের চা

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফোন—৩২

জালের জালে

—দুর্মুখ

জাল নোটের জালে পড়ে নাজেহাল পশ্চিমবঙ্গ। ব্যাপারটা কতটা জাল আর কতটা সাচ্চা বুঝতে পারা খুবই দুষ্কর। সরকার বলছেন ওসব একদম বাজে। কিন্তু ওরা বুঝছেন না। ব্যাপারটা না হোক সাচ্চা কিন্তু ঐ ব্যাপারের পাল্লায় যখন দিতে হচ্ছে একশো টাকা গচ্চা তখন আমাদের অবস্থা কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে কি দাঁড়াচ্ছে। ওরা যতই চিৎকার করুন ওসব বাজে, কিন্তু আমাদের অবস্থা সত্যই করুণ। তার উপর একশো টাকার শোক বুকে বড়ই বাজে। আমরা এই দীন দরিদ্ররা দিন গুজরান করে হাড়ভাঙ্গুনি খাটনি খেটে অনেক কষ্ট হয়তো দুচার মাসে এক দুখানা একশো টাকার নোট শো করাতে পারি। এখন যদি জালিয়াতির কৈফিয়তিতে সে দুখানা নিদেন পক্ষে একখানাও আসলি না হয়ে নকলী হয় তাহলে আমাদের নাকালের সীমা থাকবে কি? সাচ্চা ভেবে যাকে আচ্ছা করে ট্যাকেগুজে দোকানে গেলাম সেটা যদি দোকানির খেয়ালে হয়ে যায় জাল, তবে আমাদের যে নাকাল, তাকি সরকার বুঝতে পারেন? মনের সেই অবস্থায় যদি কোন ফড়ে সত্তর ধরে দেয় তালে সত্তর যে সেটা হস্তান্তর করে পকেটস্থ করবোই এতো জানা কথা। আর যদি দেয় আশি তালেতো খুবই খুশি। তাকে দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ করে সেলাম ঠুকে আসি বলে কেটে পড়বো নিশ্চয়ই। তখন কি ছাই ভাববো ঐ ফড়ে, যে সুযোগ বুঝে আমার বিশ ঝেড়ে দিল সে একজন চারশো বিশ। সরকার বলছেন খবরদার ওই চারশো বিশদের থেকে বিশ হাত দূরে হঠো। কিন্তু হঠ্‌বো কোথায়? ওরাতো শুধু ফোরটোয়েন্টি নয় ওরা ফোরফরটি বেগে সমাজের সকল স্তরে সিঁধিয়ে রয়েছে। ওদের মধ্যে রয়েছে ব্যবসাদার, ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী বিভিন্ন দালাল আরো কত কি। ওরা কোথা থেকে যোগাড় করেছে জাল নম্বর, তার উপর কতগুলি জাল নোট ছড়িয়ে রয়েছে মার্কেটে তার পরিসংখ্যান। সেইসব নিদারুণ খবর ছিটিয়ে দিয়ে বিশ্বাসের ভিত আঁট করে নিজেরা গ্যাঁট হয়ে বসেছে জায়গা রিজার্ভ করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ধারে কাছে। এদের কারুকার্যের কাছে প্রশাসনিক কর্ত্তারাতো শ্রু এর পুতুল। প্রশ্ন করলে দুবার ঢোঁক গিলে তিনবার হেঁচকি তুলে তো (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জালের জালে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

তো করে বলেন—তাইতো আমরা তো কিছু জানি না। পুলিশ তো কোন জালের খবর পায়নি। ওসব একেবারে নির্ভেজাল গুজব। "গুজবে কান দিবেন না"। কান তো দিতে চাই না, কিন্তু প্রাণ যে যায়। একশো টাকার নোট দোকানে নেয় না, ব্যাঙ্ক নিতে গড়িমসি করে। অনেক তৎপর অফিসার আসল নোট এর সঙ্গে কি সব নম্বর মিলিয়ে নোটের উপর লাল কালি দিয়ে লিখে দেন নট্‌ এ্যাক্সেপটেব্‌ল; ঐ নোট নিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে দরবার করতে গেলে তাঁরা বলেন—তাইতো এটাতো নকলি নয় আসলিই; কিন্তু কে কেন লাল কালি দিয়ে ওসব লিখলো তার অনুসন্ধান দরকার। অতএব একটা দরখাস্ত দিয়ে নোটটা জমা দিয়ে যান; চেঞ্জ পেতে দেরি হবে। আরে বাবা, যদি রেখে দিতেই পারবো তবে আর তড়িঘড়ি ব্যাঙ্ক গেলাম কেন? বলি দিনে আনতে খাতে কুলোয় না, তার উপর যদি একশো টাকা রিজার্ভ রাখতে হয় তবে হয়েছে আর কি! একশোর শোকে মুখ একেবারে ফ্যাকসে। সরকারের এ মস্কো না করলে কি চলে না। তাই সার বোঝে সকলে, "রাখার চেয়ে সব ঢাকাই ভাল"। সরকারী পাল্লায় পড়ে পকেট খালি করার চেয়ে ফড়ের পাল্লায় পকেট ভারী অনেক শ্রেয়। নোট আসল না জাল দেখাতে গেলেই আমাদের কাল, হতে হবে নাজেহাল। অতএব প্রতিজ্ঞা করি একশোর নোট নেবোই না যদি ভুলে নিয়েই ফেলি তো অন্ততঃ ঝঞ্ঝাটে না গিয়ে যে কোন ফড়ের কাছে দড়ে পাওয়া চোচ্ছ আনায় সই। উপোস দিয়ে দিনের পর দিন হাপিত্যেশ করার চেয়ে দীন হয়ে হাত জোড় করে ফড়ের কাছে পাওয়া ৭০-৮০, ফড় ফড় করে গুণে পকেটে ভরে বাড়ী ফেরা অনেক শ্রেয়। দীনদুঃখী আমরা চিৎকারে লাভ কি? আমরা ওদের ফুৎকারে বিলীন হয়ে যাবো। ওদের জাল অনেক দূর ছড়ানো। এ জালের জট ছাড়ানো সহজ নয়। জড়িয়ে যখন পড়েছি তখন বৃথা থলবল করে ডাণ্ডা না খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে চুবড়িতে ঢোকায় ভাল। আমাদিকে রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে. শুধু শুধু বাঁদরের দাঁত খিঁচানি খেয়ে কি লাভ? সরকারের দুয়ারে গিয়ে সাত সতেরো কৈফিয়তের মধ্যে মাথা না গলিয়ে চুপিচপি দালালের কাছে সত্তর নিয়ে সত্বর সরে পড়ায় বুদ্ধিমানের কাজ। আর যদি কপাল গুণে আশি পাই, তবে সেটা আশীষ ভেবে কুর্ণিশ করে থাকি বলে হাসি দিয়ে চলে আসায় ভাল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গিয়ে নোট আসল না মেকি পরীক্ষার জন্য নোট বাসি করে সখ করে নিজের গলায় ফাঁসি পরতে যাবে কোন হাঁদারাম। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বরং ওদের জন্যেই রিজার্ভ থাক। সরকারী কৃপায় ওরা ধনে পুতে বাড়ুক, দুধে ভাতে দিন গুজরান করুক। আর প্রাসাদের মাথায় নিয়ন লাইটের নিচে জলজল করুক দুটো শব্দ "সত্যমেব জয়তে"।

শিক্ষক সম্মেলন

ধুলিয়ান: গত ২৯ জুলাই ডাকবাংলা মোড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ধুলিয়ান সার্কেল বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি শাখার অন্তর্ভুক্ত শিক্ষকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কাঞ্চনতলা হাইস্কুলের শিক্ষক দ্বারিকানাথ দাস সভাপতিত্ব করেন। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক খুরশেদ আলী সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন। অন্যান্য শিক্ষকগণ শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহণ করেন। বি, পি, টি-এর সংগ্রামী শিক্ষক নেতা মইনুদ্দিন আমেদ বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, ইংরাজীকে যেন তেন প্রকারেন কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় দেওয়ার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছেন তা নিতান্ত হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়। শুধু ইংরেজী তুলে দিলেই সার্থক শিক্ষা লাভ হবে না। এই সরকার এখন শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে ইংরাজীর মাধ্যমেই সরকারী কাজকর্ম পরিচালনা করেন।

একদিনের ফুটবল

রতনপুর ডাকবাংলো: আগামী ২৬ আগষ্ট রতনপুর অগ্রদূত ক্লাবের পরিচালনায় ৪র্থ বার্ষিকী "একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতা" অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই ক্লাবের কার্যকরী সম্পাদক প্রভাত কর্মকার এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, এই প্রতিযোগিতায় ফরাক্কা, ঔরঙ্গাবাদ, ধুলিয়ান, মালদহ ও পাকুড়ের প্রায় ২০টি দল অংশগ্রহণের জন্য নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

National Thermal Power Corp. Ltd.
Farakka Super Thermal Power Project

P. O. Nabarun, Farakka, Murshidabad

Application are invited for allotment of shops in permanent Township, Khejuriaghat, Dist. Malda for the following trades :

Sl No.	Trade	Number
1	Grocery	2 Nos.
2	Dry Cleaner/Laundry	2 „
3	Furniture Mart	1 No
4	Cycle Repairing Shop	1 „
5	Scooter and Car Repairing Shop	1 „
6	Confectionary	1 „
7	Electrical Goods	1 „
8	Tailoring	2 Nos.
9	Cloth and ready-made garments	2 „
10	T.V./Radio and Electronics	1 No.
11	Shoe	2 Nos.
12	Saloon	1 No.
13	Pen & Watch Repairing Shop	1 „
14	Stationery & general merchandise	3 Nos.
15	Restaurant	1 No.
16	Pan & Cigarette	2 Nos.
17	Tea stall	2 „
18	Medical Shop	1 No.
19	Photo Studio	1 „

Application Forms will be available with the Sr. Administrative Officer, NTPC/FSTPP, which can be obtained by depositing a crossed Indian Postal Order of Rs 5/- drawn favour of General Manager (FSTPP) Farakka. No Postal Order will be required for Land Oustees of FSTPP, SC/ST and Ex-Serviceman

Other things being equal, preference will be given to the Land oustees of FSTPP.

Application Forms may be obtained in person during office hours at Site office, Farakka and also from Calcutta Office, located at 27, Shakespeare Sarani, (Theatre Road). Calcutta-700017. The application form duly filled in with a Bank Draft of Rs. 500/- as earnest money, addressed to the General Manager, FSTPP, Farakka, be submitted by 31st August, 1984.

If considered for allotment, the earnest money will be converted as security deposit and shall remain with the management of FSTPP, Farakka, for which no interest will be earned. Licence will be given for a period of 11 (eleven) months which may be renewed/ reissued from time to time depending upon performance

DY. MANAGER (ADMINISTRATION)

Memo No FS : 42 ; P & S : PR Advt./1432 dt. 25.7.84

বাংলাদেশী দুধ ধরা পড়ল

রঘুনাথগঞ্জ : গত রবিবার আহিরণ ব্যারেজের সন্নিকটে বি, এস, এফ-র জোয়ানরা বাংলাদেশ থেকে আগত একশ কুড়ি বস্তা দুধ আটক করে কাষ্টমসের হাতে তুলে দেয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে এ সম্বন্ধে জঙ্গিপুর সংবাদে বিস্তারিত খবর বের হয়।

সংঘর্ষ ঃ একজন নিহত

রঘুনাথগঞ্জ : গত বৃহস্পতিবার এই থানার খিদিরপুর গ্রামে দুটি দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এই সংঘর্ষে দুজন গুরুতরভাবে জখম হয়। এবং এদের মধ্যে একজন বহরমপুর হাসপাতালে মারা যায়। জানা গেছে মৃত ব্যক্তির নাম ডাকু সেখ। এই এলাকায় দ।র্ঘ-দিন ধরে যে বিবাদ চলছে এই সংঘর্ষ নাকি তারই জের।

ডাকাত নিহত ঃ ২৭ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ থানার কুলরি গ্রামে অনৈক গৃহস্থের বাড়িতে ডাকাতি হয়। ঐ সময় ডাকাতদের একজন নিজেদের বোমা বিস্ফোরণের ফলে মারা যায়। পরে জানা যায় উক্ত ডাকাত নওদা গ্রামের কুখ্যাত মান্নান সেখ।

গৃহস্বামী হাসপাতালে

অরঙ্গাবাদ : গত শুক্রবার নিমতিতার জি কলোনীতে শ্যামল হালদারের বাড়িতে একদল ডাকাত চড়াও হয়। গৃহস্বামী বাধা দিতে গেলে গুরুতর আহত হন। ডাকাতরা চম্পট দেয়। শ্যামলবাবু এখন মহকুমা হাসপাতালে।

কে পি এস সমিতি

পয়লা আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জে ২৮ জন কৃষি প্রযুক্তি সহায়কের উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সুনীত কুমার সাহাকে সভাপতি ও ত্রিদিব সরকারকে সম্পাদক করে এগারো সদস্যের জঙ্গিপুর মহকুমা সমিতি গঠন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বিজয় চ্যাটারজি, শঙ্কর হালদার, স্বপন সরকার' তুষার প্রামাণিক প্রমুখ।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

জেলা শাসক বিতর্কে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রশংসা করেই বক্তব্য রেখেছেন। এক্ষেত্রে বিতর্কের প্রশ্ন অবান্তর। তবে অফিসারদের একাংশ, এই বিতর্ক সৃষ্টিকে 'অহেতুক' বলে মনে করেন। তাদের মতে, এই ভুল বোঝাবুঝির জন্য দায়ী জেলার সাংবাদিকদের একাংশ। তারাই সংবাদপত্রগুলিতে 'শোনা সংবাদের' উপর ভিত্তি করে অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশ করে প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছেন।

গৌতম তদন্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর

সঙ্গে তাদের দুই সদস্যকে অফিস থেকে কাগজপত্র উধাও-এর ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে দেবার ব্যাপার নিয়ে কণ্ট্রোলারের সঙ্গে তীব্র বচসার খবর মিলেছে। তাঁরা এই ধরনের প্রচেষ্টার তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। অন্যদিকে কণ্ট্রোলার গৌতম চৌধুরীকে অন্যত্র বদলীরও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে একটি বিশেষ সূত্রে জানা গেছে। হেড অফিস চাইছেন তাঁকে কলকাতায় সরিয়ে নিতে। অপরদিকে গৌতমবাবু বদলী চাইছেন কোনো মফঃস্বল এলাকায় সাবডিভিসনাল কণ্ট্রোলার হিসেবে।

মৃত্যু ১

(১ম পৃষ্ঠার পর) নামে এক ওভারসীয়রের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বাড়ি বীরভূমের সিউড়ি শহরে। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ২ জন। তাদের মালদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই দুর্ঘটনার খবরে ফরাক্কার সর্ব্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে।

দুর্গাপুর সিমেণ্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেণ্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)
হেড অফিস : সাহেববাজার, জঙ্গিপুর

বাড়ি বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ বাগান বাড়ীতে ২ কাঠার কিছু বেশী পরিমাণ জমির উপর ১২´×১২´ একটি পাকা ঘর ও একটি অর্ধসমাপ্ত বারান্দাসহ একটি ছোট বাড়ী বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ : ম্যানেজার, হাউসিং ফেডারেশন, ৬৬, পিলখানা রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
ফোন : বি এইচ বি ৫১২
(কুণ্ডু নারসিং হোমের পাশে)

এ সি সি

আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেণ্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেণ্ট ক্রয় করিবেন না। নকল সিমেণ্ট হইতে সতর্ক থাকুন!

ষ্টকিষ্টঃ দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন : রঘু ৩৩

জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
শুভম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।